নন্দীগ্রাম গুলিকান্ডে গ্রেফতার আবারও সেই বাবা-ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ২নং ব্লকের বয়াল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সেখ রুকুমুদ্দিনের উপরে গুলি চালানোর ঘটনায় নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ গ্রেফতার করল দুই দুষ্কৃতীকে। রুকুমুদ্দিন গুলিকান্ডে অভিযুক্ত দুজন সম্পর্কে পিতা-পুত্র। বাবা সেখ মজনু ও ছেলে শেখ ইলিয়াস। পেশায় দুজনই সাইকেল দোকানের মিস্ত্রি। বাবা শেখ মজনু হলদিয়ায় কোন একটা দোকানে সাইকেল মেরামত করে। ছেলে শেখ ইলিয়াস নন্দীগ্রামের নীলপুরে শ্বশুর বাড়িতে থাকে। সেখানেই তার সাইকেল দোকান রয়েছে। ধৃত শেখ মজনু এবং শেখ ইলিয়াসকে বুধবার হলদিয়া মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত শনিবার সন্ধ্যায় বয়াল ১ অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি গোলাম রুকুমুদ্দিন তেরপেখ্যা বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আড়ালে থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। শনিবার হামলার পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এই তৃণমূল নেতাকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে পরে জেলা সদর তমলুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে অপরেশনের পরে তিনি সুস্থ আছেন বলে জানা গেছে। রবিবারই ঘটনার প্রতিবাদ সভা করেন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে নন্দীগ্রামে বন্দুকবাজদের জামানা চিরদিনের মতো বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই সঙ্গে দুষ্কৃতীদের দুদিনের মধ্যে টেনে বের করানোর বার্তাও দিয়েছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানাবে পুলিশ। অপরদিকে ধৃত শেষ মজনু এবং শেখ ইলিয়াস দাবি করেছেন, তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। দুই ধৃতের দাবি, তারা হামলার ঘটনার বিষয়ে কিছু জানেন না। ধৃত ইলিয়াসের মা আয়েশা বিবির দাবি, আমার ছেলে ও স্বামী এরকম কাজ কোনদিন করতে পারে না। এর আগেও আমার ছেলেকে সমর মাইতি খুনের কেসে ফাঁসানো হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, শনিবারের হামলার প্রকৃত দোষীদেরকে পুলিশ ধরতে পারে নি। তাই নিজেদের দোষ ঢাকতে বিনা দোষে আমার ছেলেকে সন্দেহের বসে নিয়ে যায়। আয়েশা বিবি জানিয়েছেন, ঘটনার দিনে তাঁর স্বামীও বাড়িতে ছিলেন না। সন্দেহের বশে বাবা ও ছেলেকে দুজনে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বলেন, সমর মাইতি খুনের ঘটনার পর থেকে ছেলে বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কারণ বাবা রাজনীতি করত বলে ছেলে পছন্দ করত না। তিনি আর বলেন, কংগ্রেস ছেড়ে বাবা ও ছেলে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। দীর্ঘদিন রুকুবাবুর সঙ্গে কাজ করতেন। সমর মাইতির মৃত্যুতেও তাদের দুজনের জেল হয়। সেই থেকে তারা রাজনীতি করা থেকে বিরত ছিলেন। বাবা ও ছেলের দাবি, তাঁদের মিথ্যে অপবাদে ফাঁসানো হয়েছে। এই বিষয়ে বয়েল-১ অঞ্চালের প্রধান পবিত্র কর বলেন, তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন পরে রুকুবাবুর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তবে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে তদন্ত সাপেক্ষে তিনি যদি দোষী হন পুলিশ প্রশাসন তার ব্যবস্থা নেবে।

মেদিনীপুর শহরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট চালক ও খালাসি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ গাড়ির ছাদে উঠতে গিয়ে চালক ও খালাসি দুজনেই অল্পবিস্তর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন, আর তার জেরে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন খালাসি। ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর শহরের পাশে ধর্ম এলাকায়। ওই এলাকায় একটি মাছের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী রয়েছে। রোজই সেখানে বহু গাড়ি লোডেড হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে যায়। ওই জায়গায় বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ একটি লরি মাছ ভর্তি করে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। গাড়ি বোঝাই হওয়ার পর মালপত্রের বাঁধনগুলি পরীক্ষা করছিলেন চালক ও খালাসি দুজন মিলে। চালক ও খালাসি দুজনে খেয়াল করেননি যে, গাড়ির ছাদের সঙ্গে প্রায় ঠেকে গিয়েছিল ওপর দিয়ে যাওয়া একটি বিদ্যুতের হাইটেনশন তার। বাঁধন শক্ত করতে করতে দুজন দুদিক থেকে ছাদে উঠতেই বিদ্যুতের তারে হাত লেগে যায়। এতে চালক অল্প দগ্ধ হলেও খালাসি গুরুতরভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে যান। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে দ্রুত তাঁদের দুজনকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত খালাসি বিকাশ দাসের দেহ ৭৫ শতাংশই পুড়ে গেছে। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

স্কুলে ছাত্রদের রেখে ‘চিকিৎসা’ করতে পালালেন একমাত্র শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোণা ঃ স্কুলে উপস্থিত একমাত্র শিক্ষক স্কুল ছেড়ে যাওয়ায় গন্ডগোল বেঁধে যায় চন্দ্রকোণা ২ নং ব্লক ঝাঁকরা চক্রের রামগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদিন সাড়ে বারোটা বাজলেও স্কুলে কোনও শিক্ষক দেখতে না পেয়ে খোঁজ নেন গ্রামের কয়েকজন। জানা যায়, স্কুলে মোট ৪৯ জন ছাত্রছাত্রী থাকলেও শিক্ষক শিক্ষিকা মোট তিনজন। প্রধান শিক্ষক সপ্তশ্রী সিন্‌হা অসুস্থতার জন্য ছুটিতে আছেন। অপর একজন সহ শিক্ষিকা শ্রেয়া বাঙ্গাল আজ স্কুলেই আসেননি কোনও কারণ ছাড়াই। আর একজন সহ শিক্ষক হেমাঙ্ক হালদার স্কুলে আসলেও প্রার্থনা করিয়ে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যান চিকিৎসার জন্য। প্রায় এক ঘন্টা পর সাড়ে বারোটার পর স্কুলে আসেন। সেই সময় ওই শিক্ষককে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেন অভিভাবকরা, শুরু হয় গন্ডগোল। স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষকের উপস্থিতি নেই তা সত্বেও কেন তিনি ক্ষুদে পড়ুয়াদের ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে গেলেন, এই নিয়েই শুরু হয় বচসা। স্কুলে পড়ুয়ারা খেলছে আর মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরা রান্না করছেন, কিন্তু স্কুলে নেই কোনও শিক্ষক। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। যদিও স্কুলের সহ শিক্ষক হেমাঙ্ক হালদারের বক্তব্য, অসুস্থতার জন্য প্রার্থনা করিয়ে চন্দ্রকোণা হাসপাতালে চলে যান চিকিৎসার জন্য। এব্যাপারে স্কুলের ডিইও ছায়া কোলে ম্যাডামকে দেখতে বলে গিয়েছিলাম এবং রাঁধুনিদেরকেও বলে গিয়েছিলাম। অন্য দুই শিক্ষকদের অনুপস্থিতি সত্বেও স্কুল চলাকালীন তিনি একা থাকা সত্বেও কেন ছেড়ে চলে গেলেন স্কুল এই প্রশ্নই তুলেছেন গ্রামের মানুষ। অভিভাবকদের অভিযোগ, এরকম প্রায়শই নাকি হয়ে থাকে স্কুলে। মর্জিমতো শিক্ষকেরা যে স্কুলে আসেন আজকে তার প্রমাণ। আমরা বিডিও ও এসআইকে বিষয়টি জানাব।

মারিশদায় অনলাইনে করতে পুজোর আবেদন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ দুর্গাপুজো করার ক্ষেত্রে কী কী নিয়মবিধি মানা অত্যন্ত প্রয়োজন তা নিয়ে বৈঠক হল মারিশদাতে। বুধবার ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে মারিশদা থানা এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটির এই বিশেষ বৈঠক হল কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে। এদিন পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে আয়োজিত সভায় কাঁথি ৩ ব্লক সহসভাপতি বিকাশচন্দ্র বেজ বলেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে পুজোর আবেদন করতে হবে। মারিশদা থানা এলাকায় মোট ৩৫টি পুজো হয়। পাশাপশি পুজো করার ক্ষেত্রে পুজো কমিটিগুলোকে বিদ্যুৎ, দমকল, পুলিশ প্রশাসন ও ব্লক প্রশাসনের অনুমোদন অবশ্যই নিতে হবে। বিদ্যুৎ দপ্তরেকে ২৩ শতাংশ টাকা আগে থেকেই দিতে হবে। কাঁথি ৩ ব্লক সভাপতি কৃষ্ণা দাস বলেন, রাজ্য সরকার প্রত্যেক দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে অনুদান হিসাবে ১০ হাজার টাকা দেবে। কিন্তু সবাই শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে আইন মেনে পুজো করুন। কাঁথি ২-এ বিডিও নেহাল আমেদ বলেন, প্রত্যেক পুজো কমিটির প্রবেশ ও প্রস্থানের গেটের মুখ বাড়াতে হবে। পুজো মণ্ডপে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র অবশ্যই রাখতে হবে। ডিজে বাজানো একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিসি টিভিও রাখা বাঞ্ছনীয়। কোনও বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। এদিনের বৈঠকে কাঁথি ৩ ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানসহ শতাধিক পুজো কমিটির সদস্যেরা হাজির ছিলেন।

অপহৃতা নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ অপহৃত এক নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করল এগরা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক যুবক ওই নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করে বলে অভিযোগ। গত ২২ সেপ্টেম্বর এগরা থানার রামচন্দ্রপুর গ্রাম থেকে ওই নাবালিকা অপহৃত হয়। তারপর বহু খোঁজাখুজির পরেও তার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। ২৫ সেপ্টেম্বর ওই নাবালিকার বাবা এগার থানায় অপহরণের একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে মঙ্গবার রাতে কুলটিকীরি থেকে অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধার করে। বুধবার তাকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিবচারক তার গোপন জবানবন্দি গ্রহন করেন। তবে অপহরনকারী যুবকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

বাংলাদেশের সম্বর্ধনা কবি অমৃত মাইতিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক মেল বন্ধন গড়ে তোলায় কবি অমৃত মাইতিকে সম্বর্ধিত করল প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের চতুর্মাত্রিক পত্রিকা। মঙ্গলবার বাংলাদেশের চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম লিটিল ম্যাগাজিন ও গবেষণা কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা কবি তথা বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী অমৃত মাইতিকে সম্বর্ধিত করা হয়। প্রসঙ্গত প্রবীন এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। তিনি বামফ্রন্টের ছোট শরিক আরএসপির পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির সদ্যস্য। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কর্মকর্তাদের অন্যতম খুরশীদ আনোয়ার ও কমলেশ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, অমৃত মাইতি দীঘদিন ধরে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত আছেন। তাঁর সেই কাজের প্রতি সম্মান জানাতেই চতুর্মাত্রিক পত্রিকা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এদিন সম্বর্ধনার সাথে সাথে দুই বাংলার কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মাননা পেয়ে খুশি প্রবীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কবি অমৃত মাইতি। তিনি জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ তাঁকে আরও দীর্ঘদিন ধরে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকতে উৎসাহী করবে।

নন্দকুমারে মালীবুড়োর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ নন্দকুমার থানার অন্তর্গত বরগোদা গ্রামে অবস্থিত মালীবুড়োর গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ শালায় বুধবার মালীবুড়োর ৬৪ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদিন ব্যাপী সাহিত্য সম্মেলন, কবি সম্মেলন, আবৃত্তি, গানের মধ্য দিয়ে দিনটিকে পালন করা হয়। মালীবুড়ো আসলে ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম ছিল যুধিষ্ঠির জানা। যিনি একজন ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না রাজপরিবারের শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র, কবি অমিতাভ গুপ্ত, কবি ও সাহিত্যিক বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই মঞ্চ থেকে বেশ কয়েকজনকে স্মারক সম্মানে সম্মানিত করা হয়। মালীবুড়োর পুত্র সুশান্ত জানা বলেন, মালীবুড়োর এই গ্রন্থাগারে পুরোনো দিনের বই, ঐতিহাসিক বহু নমুনা, লুপ্তপ্রায় পুস্তক সবই চোখে পড়ে। এই ধরনের গ্রন্থাগারটি থাকলে আগামী প্রজন্ম অতীতকে খুঁজে পাবে বলে মনে করেন এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন।

ভোগপুরে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর-হাওড়া ডিভিশনের ভোগপুর স্টেশনের কাছে প্রহারবিহীন লেভেল ক্রসিং-এ সাইকেল নিয়ে পারাপারের সময় ইঞ্জিন ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। জানা গেছে, সেক ইব্রাহিম নামে ঐ যুবক তাঁর মামার বাড়ি থেকে রেললাইন পারাপার করে নিজের বাড়ি আসার পথে হাওড়াগামী একটি ইঞ্জিন ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান। এরপর ক্ষিপ্ত জনতা বেশ কিছুক্ষণ ভোগপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করেন। এরফলে রেল চলাচল বেশকিছুক্ষণ ব্যহত হয়। এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিন দাবি করে আসছেন, প্রহরাযুক্ত লেভেলক্রসিং হোক। বহু আন্দোলন হলেও আজও সমাধান হয়নি বলে ক্ষোভপ্রকাশ করে অবরোধকারীরা। এর পর রেলপুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে বুধবার দুপুরে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর।মৃতার নাম রাবিয়া বিবি(৫০)। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নন্দকুমারের শীতলপুর পঞ্চায়েতের কল্যাণচক গ্রামে। জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় এই বাড়িতে একাই ছিলেন মহিলা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাজিয়া বিবির পরিবার যে মাটির বাড়িতে থাকতেন সেটি ভগ্নপ্রায় দশা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে তার জেরেই এই দুর্ঘটনা। নন্দকুমার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। কি কারণে এই দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিশুর মৃত্যুতে গাফিলতির অভিযোগ তুলে উত্তেজনা ছড়ালো মেদিনীপুরের ‘মাতৃমা’তে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নবনির্মিত মাতৃমা নামক শিশু ও মাতৃ পরিষেবা কেন্দ্রে চিকিৎসকদের গাফিলতি ও আয়াদের তোলাবাজিতে উত্তেজনা ছড়ালো মঙ্গলবার রাতে। ১৯ দিনের এক শিশুর চিকিৎসকদের গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ব্যাপক গন্ডগোল হয় মঙ্গলবার রাত দশটা থেকে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ৩ সপ্তাহ আগে মেদিনীপুর সদর ব্লকের এক প্রসূতিকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সদ্য নির্মিত মাতৃমা’তে ভর্তি করা হয়। যেখানে শিশু ও মায়ের বিশেষ পরিষেবা দেওয়া হবে একই ছাদের তলায়। যদিও সেই পরিষেবা দেওয়া শুরু হতেই ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠছে। সবথেকে বড় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়েছে, আয়াদের তোলাবাজির অভিযোগকে ঘিরে। এই কেন্দ্রে তিন সপ্তাহ আগে মেদিনীপুর সদর ব্লকের এক প্রসূতিকে ভর্তি করা হয়েছিল। শুরু থেকেই শিশুর চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ ছিল তার পরিবারের। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, শিশুর অবস্থা খারাপ, তাই তাকে ভেন্টিলেশনে রাখতে হবে। কিন্তু মেদিনীপুর হাসপাতালের ওই বিভাগে শিশুদের ভেন্টিলেশন মেশিন নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, শিশুকে অন্যত্র নিয়ে গেলেও সমস্যা হতে পারে। পারিবারের অভিযোগ, চিকিৎসকরা খুব একটা গুরুত্ব দেননি শিশুটির দিকে। এরপর মঙ্গলবার জানিয়ে দেন, শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তারপরই উত্তেজনা ছড়ায় ওই পরিবারের লোকজনের মধ্যে। চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। শিশুটির বাবার বক্তব্য, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই ধরনের দামী নতুন মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ার পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র দেখছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসকরা কৌশলের শিশুদের নিজেদের নার্সিংহোমে ভর্তি করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এই মেশিন খারাপ করে দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা শেখ সাইফুলের বক্তব্য, এই নবনির্মিত বহু দামী ভবনটির পরিষেবাতে সবথেকে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে আয়াদের তোলাবাজি। হাসপাতালে ঢোকানো থেকে সিঁড়িতে ওঠানো এবং বেড পাওয়া পর্যন্ত আয়ারা একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে যায়। প্রতিটি পদক্ষেপে নাকি ১০০ থেকে ৫০০ টাকা অবধি তাদের টাকা মেটাতে হয়। টাকা না দিলে রোগীর ও তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়।

যে কোনো রকম পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যাঘাতও তৈরি করে এই আয়ারা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সব জানলেও মুখ বুজে থাকে। বিভিন্ন রোগী পরিবারের আত্মীয়দের অভিযোগ, একাধিক এই ধরনের কারণ নিয়ে এদিন উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। তবে চিকিৎসকদের বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

বন্ধ ট্রাফিক সিগন্যাল, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ সৈকত শহর দিঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর, মান্দারমণি যাতায়াতের অন্যতম ব্যস্ত জায়গা চৌদ্দমাইল এবং চাউলখোলা মোড়। অথচ গত কয়েকদিন ধরে অকেজো হয়ে আছে এখানকার ট্রাফিক সিগন্যাল। এই দুই মোড় থেকে একদিকে শঙ্করপুর, অন্যদিকে মান্দারমণি। পর্যটন কেন্দ্রে ঢোকা, বেরনোরও অন্যতম মোড় এটি। তারপরেও প্রশাসনের কোনও হেলদল নেই বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসুর আশ্বাস, সাময়িক সমস্যা হয়েছে তবে সমস্যা মিটে যাবে।

বাসের ধাক্কায় জখম যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবক। সেই সময় হঠাৎই কাঁথিগামী একটি সরকারিবাস ওই যুবককে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। তারপর তিনি পড়ে গেলে তাঁর ডান হাতটি ওই বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রামনগরের বাড়সোলেমানপুর, দিঘা-নন্দনপুর ১১৬ বি জাতীয় সড়কের উপর। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুরুতর আহত ওই যুবকের নাম কটি শীট (৩৫)। তিনি রামনগর থানার বাড়সোলেমানপুর পশ্চিম গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয়রা গুরুতর আহত কটি নামের ওই যুবককে উদ্ধার করে বালিসাই হাসপাতালে ভর্তি করে। তারপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। তবে এই দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে রামনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে যানজট মুক্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ।